বাবু যত না বলেন, পরিষদ বলে শত গুণ।

জনাব টিটু আহমেদ ভিন্নমত ফোরামের মেসিজ নং ১১৮২ তে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের মন্তব্য “USA is a terrorist state” টি উদ্বৃত করেছিলেন। উক্ত মেসিজের উত্তরে সিঙ্গাপুর নিবাসি ডক্টরেট ডিগ্রীধারী মধ্যবিত্ত্ব শ্রেনীর বাঙ্গালী এক যুবক নিম্ন বর্ণিত মন্তব্য পেশ করলেন (মেসিজ নং ১২১৪), যা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মত হয়ে গেল। ফ্যানাটিক নাস্তিক যুবকটির যুক্তি বিবর্জিত ও অর্থহীন বক্তব্যগুলি তার জ্ঞানের দৈন্যতাই প্রকাশ করে। তাই দেখা যাচ্ছে তার ডিগ্রীগুলি জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, শুধূ ভরণ পোষণের জন্যই অর্জিত হয়েছে, অর্থ্যাৎ তার শিক্ষা পূর্ণ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির সাদা চামরার সদস্যরা ডলার আয় করে জীবিকা নির্বাহ করে মার্কিন নব্য কনদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করে নাগরিক দায়ীত্ব পালন করছেন এবং নিজ জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছেন, সেখানে কমিউনিষ্ট ভাই ও বোনেরা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের মন্তব্য উল্লেখ করে কি দোষ করলেন তা বোধগম্য নয়। ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহনকারী বহু মানুষ কমিউনিষ্ট রাজনীতির সাথে জড়িত। এমনকি অখন্ড ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম দাতাদের একজন ছিলেন বাংলাদেশের হাতিয়ায় জন্ম গ্রহনকারী মুসলিম পরিবারের এক সদস্য। ইসলামিষ্ট (মৌলবাদী) ও কমিউনিষ্ট বিপরীতমূখী আদর্শ। মার্কিন নব্য কনদের সকল বিরোধীতাকারী এক পথের পথিক নয়। বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। তাই কনদের বিরুদ্দাচরণের উপর ভিত্তি করে ইসলামিষ্ট ও কমিউনিষ্ট এই দুই গ্রুপকে যারা এক করে দেখেন, তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি আছে বলে মনে হয় না।

Surely, our Muslim and communist brothers and sisters will be highly delighted by such brilliant statement from Hugo Chavez. But curiously, many of the delighted Muslim and communist brothers and sisters are living in that "Terrorist Land" and they will try with the last drop of their blood to live in that country. The reason obviously are the most lovable "US dollars". What is a mess! US is making those money through terrorist extortion and sinful porno and prostitution businesses. And our holy Islamic and communist brothers and sisters are so desperate after those "Haraam Dollars". We Understand that the communist brothers and sisters can ditch their morality in the waste bin and guzzle down those sinful Haraam Dollars down their throat. But how about our Islamic brothers and sisters. How are they going to face the Holiest Allah and His greatest messager Muhammad (PBUH)? What a mess! These Islamic brothers and sisters are so desperate to rush to Hell - that too, so shamelessly. At least, they should care a little about their utter shamelessness and right away pack-up and head to one of the three communist out-posts, namely Cuba, Venezuala and North Korea. Does that make any sense???
-Alamgir.

অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেনের মাধ্যম হলো অর্থ। এই অর্থই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অবিভিত হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থের নাম হলো ডলার। সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোন কাজ খারাপ হোতে পারে, তবে উক্ত কাজের বিনিময় প্রাপ্ত অর্থ অনাচারী হারাম (Sinful Haraam) হয় কি ভাবে, তা বোধগম্য নয়। অর্থ জাল হোতে পারে, কিন্ত হারাম হয় না। তাছাড়া ডলার গলাধঃকরণের কোন জিনিষ নয়। ডলারের বিনিময় খাদ্য ও পাণীয় ক্রয় করতঃ যথাক্রমে খাওয়া ও পান করা যায়, যা হালাল বা হারাম হোতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ স্বার্থেই অভিবাসনে অনুমতি দিয়ে বিদেশ থেকে কর্মক্ষম লোক নিয়ে আসে। অভিবাসিত হয়ে যারা আসেন, তারা নিজ আদর্শ নিয়েই উন্নত জীবনযাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং পরিশ্রম করে ডলার উপার্জন করেন। তাই সদ পরিশ্রমে প্রাপ্ত ডলার হারাম হয় না। তাছাড়া নব্য কনদের দালালী করে কমিউনিষ্ট ভাই-বোনেরা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত হন নাই।

কমিউনিষ্ট ভাই ও বোনদেরকে গারবেজ বিনে মর‌্যালিটি বা নৈতিকতা খোঁজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অভিধান অনুযায়ী Morality শব্দটির অর্থ হলো ন্যায় বা অন্যায় আচরণের ধারনার পদ্ধতি। সিঙ্গাপুর নিবাসী অর্ধ শিক্ষিত ফ্যানাটিক নাস্তিক যুবকটির সমাজ বা দর্শন শাস্ত্রের অজ্ঞতার কারনেই ঐ ধরণের উপদেশ দিয়েছেন। যুক্তিবাদী দর্শন অনুযায়ী ভাল-মন্দ বিপরীত ধর্মী অবিচ্ছেদ্য, পরষ্পর নির্ভরশীল ও আপেক্ষিক বিষয়। তাই একজনের কাছে যা ভাল, অন্যের কাছে তা মন্দ হোতে পারে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে " কেউ মদ বিক্রি করে দুধ খায়, কেউ দুধ বিক্রি করে মদ খায়", অর্থ্যাৎ একজনার পেশা অন্যের নেশা। আবার সময়ের ব্যবধানে ভাল জিনিষ মন্দ হোতে পারে। প্রাচীন কালের বিভিন্ন সময় সামাজিক প্রয়োজনে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। সময়ের প্রয়োজনে ধর্মের কার্য্যকারিতা প্রায় নিঃশেষ। বর্তমান সামাজিক চাহিদা পূরনে ধর্ম ব্যর্থ। সময়ের সাথে সমাজ পরিবর্তনশীল। ধর্ম মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি এবং মানুষের প্রয়োজনেই এর বিলোপ্তি ঘটবে। জোড় করে নাস্তিকতা প্রচারের প্রয়োজন হবে না। তবে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা বজায় রাখার জন্য ধর্ম নিরপেক্ষতার বানী প্রচার করা প্রয়োজন। তাই ধর্মকে বিবেচনা করতে হবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। বর্তমানে স্বার্থোন্বেষী মহল ও সাম্রাজ্যবাদ নিজ নিজ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করছে। আধুনিক মৌলবাদ এদেরই সৃষ্টি। বিদ্যা ও বুদ্ধির অভাব হেতু আলোচ্য ফ্যানাটিক নাস্তিক যুবকটি রাজনীতির কূটচাল বুঝতে অক্ষম।

ভাববাদী অর্থ্যাৎ মৌলবাদীরা কল্পনা বিলাসী হলেও জামাতের দার্শনিক গুরু মওদুদী বা আল-কায়েদার গুরু ওসমা বিন লাদেন ডলারকে হারাম বলেন নাই। লাদেনের সাথে প্রেসিডেন্ট বুশের ব্যবসা ৯/১১/২০০১ পর্যন্ত বলবত ছিল। বুশই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত লাদেনের পরিবার পরিজনকে ৯/১২/২০০১ তারিখে জেট প্লেইনে সউদী আরবে প্রেরণ করেন, যদিও ঐ দিন মার্কিন আকাশে অন্য কোন প্লেইন উড়ে নাই। তবে বুঝুন পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ইসলামিষ্ট সন্ত্রাসীর সাথে বুশের কত গভীর প্রেম। এই প্রেমের অন্তর্নিহিত কারণ ছিল ব্যবসায়িক স্বার্থ। আবার এই স্বার্থের কারনেই লাদেনকে আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করা সম্ভব হয় না। তবে মিথ্যা অভিযোগে একটি সর্বভৌম দেশ আক্রমন, নিষিদ্ধ ঘোষিত বোমা ফেলে হাজার বিশে ইরাকীকে হত্যা করে দেশটি দখল করা এবং সাদ্দামকে খোঁজ করে গ্রেফতার করার পিছনের কারণও ঐ স্বার্থ। কিন্তু আলোচ্য ঐ স্বার্থকে ঢেকে রাখার জন্য মার্কিন নব্য কনরা গণতন্ত্র রপ্তানীর প্রচার করছেন। তবে ইরাকের পার্শ্ববর্তী বাদশাহ শাসিত দেশ সউদী আরব বা জর্ডানে বুশ সাহেব গণতন্ত্র রপ্তানীতে উৎসাহী নন। বিপরীতে মার্কিন ডেমক্রেটিক দলীয় প্রধান হাওয়ার্ড ডীন প্রচার করে চলছেন গণতন্ত্র রাপ্তানীর পূর্বে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে বুশ ও ডীনের গণতন্ত্রের সংজ্ঞা এক নয়। এদিকে ফ্যানাটিক নাস্তিক যুবক গণতন্ত্রের অকখগ না বুঝে বুশী গণতন্ত্রের শ্লোগান দিচ্ছেন।

ভাববাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী আল্লাহ পবিত্র ও অপবিত্রের উর্ধ্বে, তিনি মহান ও ক্ষমাশীল। বস্তুবাদ বোঝেন না বিধায় নাস্তিক যুবকটি ফ্যানাটিক। কিন্তু তার লেখা প্রমান করছে, তিনি ভাববাদও বোঝেন না। দর্শন শাস্ত্রের বস্তুবাদ ও ভাববাদ বুঝলে তিনি পূর্ণ শিক্ষিত মানুষ হোতেন, ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ বুঝতে এবং সমাজকে চিনতে পারতেন। সমাজকে জানতে পারলেই রাজনীতি বুঝা যায়। মনে হচ্ছে মার্কিন গ্রীন কার্ড পাওয়ার

লক্ষ্যে নব্য কনদের পদোলহন করাই যুবকটির একমাত্র বোধগম্য বিষয়। তাই মার্কিন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে অর্ধ শিক্ষিত ফ্যানাটিক নাস্তিক বাঙ্গালী যুবকটি নব্য কনদের চেয়ে অধিক হারে ইসলামিষ্টদের মুন্ডপাত করে চলছেন।

সেতারা হাশেম ০২/১৮/০৫